



228933 - যে ব্যক্তি কুরআনে কছি অংশ মুখস্থ করতে ভুলে গচ্ছে তার কী করণীয়

প্রশ্ন

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনে মুখস্থকৃত অংশের কছি ভুলে যায় এবং তওবা করে; তার তওবা করুন রে জন্য কি ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনঃপাঠ করা অপরহির্য। যদি সিটো অপরহির্য হয় তাহলে এখান থকে ওখান থকে বিক্ষিপ্তভাবে মুখস্তকৃত অংশগুলো সে ব্যক্তি কভিবে পুনঃপাঠ করবে; যগেলোর স্থান তার মনে নেই। তবে, যে সূরাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে মুখস্থ করছে সগেলো পুনঃপাঠের ক্ষত্রে সমস্যা নাই। এমতাবস্থায় অন্তবিলিম্বে পুনঃপাঠ করা কতিবে উপর ফরজ; নাকদীর্ঘ ময়োদ, অবসর সময়ে পুনঃপাঠ করলেও চলবে?

প্রয়োজনীয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

নিঃসন্দেহে কুরআন অধ্যয়ন করা, তলোওয়াত করা ও মুখস্থ করা উত্তম নকৌর কাজ। কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিতি কুরআন পড়ার প্রতি উদ্বৃদ্ধ করছেন। অর্থাৎ মুখস্থকৃত অংশ নিয়মিতি পুনঃপাঠ করা ও বারবার তলোওয়াত করা। অন্যদিক কুরআন ভুলে যাওয়া গ্রহণ কাজ। কারণ এতে আল্লাহর কতিবে থকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও এ কতিবকপে পরহির করার আলামত পাওয়া যায়। আরও জানতে [3704](#) নং প্রশ্নটোত্তর দখনে।

দুই:

কুরআন ভুলে যাওয়ার হুকুম কি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈয় করছেন: কটে বলনে: কুরআন ভুলে যাওয়া কবরি গুনাহ। কোন কোন মতে, গুনাহর কাজ; তবে কবরি গুনাহর পর্যায়ে পর্যায়ে না। কারণ কারণে মতে, এটি এমন একটি মুসবিত যা বান্দার অন্তর ও দ্বীনদারকিং আক্রান্ত করে। এর ফলে বান্দার কোন কোন আমলের উপর আল্লাহর শাস্তি নামতে পারে। যদিও এটি কবরি গুনাহ নয় বা পাপ নয়। এ মাসয়ালায় এটিসির্বাধকি অগ্রগণ্য অভিমিত।

কনিতু, কোন হাফয়ে কুরআন এর জন্য কুরআন তলোওয়াতে গোফলতি করা কংবা নিয়মিতি তলোওয়াতে অবহলো করা সমীচীন হয়। বরং হাফয়ে কুরআনের উচ্চি সওয়াবের আশা নয়। দেনেকি নর্দিষ্ট একটি পরমাণ তলোওয়াত করা; যাতে করতে সে তার তলোওয়াত ধরে রাখতে পারে, ভুলে না যায় এবং কুরআনের হুকুম-আহকাম থকে উপকৃত হতে পারে।



আরও জানতে দেখুন: [127485](#) নং প্রশ্নটোত্তর।

তিনি:

কুরআনের কচু অংশ ভুলে যাওয়া কুরআন পড়া ছড়ে দয়ের কারণে ঘটে থাকে। কুরআন পড়া ছড়ে দয়ের কচু কচু রূপ অন্য কচু রূপের চেয়ে জগ্ন্য। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘আল-ফাওয়ায়দে’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮২) বলেন: তবে কুরআন থকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও কুরআনকে বাদ দয়িতে অন্য কচু নয়িতে ব্যস্ত থাকার কারণে কুরআন ভুলে যাওয়া মুসবিত। সওয়াব থকে বএঁচতি হওয়ার সাথে সাথে এ মুসবিতের কারণে আরও অনেকে মুসবিত সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি কুরআনের কচু অংশ মুখস্থ করার পর ভুলে গচ্ছে তার জন্য নম্মিনক্ত উপদেশে:

- যে সূরাগুলো মুখস্থ ছলি সগেলো পুনঃ পুনঃ পাঠ করা; যাতে দ্বিতীয়বার সগেলোকে মজবুতভাবে মুখস্থ করার নির্দেশ পারে।
- পুনঃপাঠ নয়িমতি অব্যাহত রাখা; যাতে পুনরায় ভুলে না যায়।
- একজন দক্ষ শাইখের কাছে মুখস্থ ও পুনঃপাঠ চালু রাখা।
- কুরআন শরীফের বড় বড় সেবের অংশ মুখস্থ করছে যমেন পারা ও হয়িব ইত্যাদি; সগেলো পুনঃপাঠ করা এবং সম্পূরণ সূরা মুখস্থ করার চেষ্টা করা। এভাবে পূর্বে মুখস্থকৃত অংশ পুনঃপাঠ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া তাকে গোটা সূরাটি মুখস্থ করার প্রতিউদ্বুদ্ধ করবে।
- পক্ষান্তরে, কুরআনের ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করতে ভুলে গচ্ছে যমেন- দুই আয়াত বা তিনি আয়াত ইত্যাদি সগেলো নয়িতে ব্যস্ত হবে না এবং সগেলো থকে যা ভুলে গচ্ছে সেবের অংশ স্মরণ করার কষ্ট করা দরকার নহে।

যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লিখে করছে তার উচিতি সূরা ও বড় বড় অংশগুলো মুখস্থকরণে সচয়েট হওয়া। ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করছে এবং কচু কচু ভুলে গচ্ছে সগেলো স্মরণ করতে না পারার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। ব্যক্তি নজিরে নজিরে অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবে। যদি কিনে পাপের কারণ হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার করবে ও তওবা করবে। আর যদি অবহলো, আখরোতরে প্রতি বিমুখতা ও দুনিয়া নয়িতে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তাহলে সে ব্যক্তি আখরোত অভিমুখী হবে। কনেনা আখরোতই হল- উত্তম ও স্থায়ী।

এরপর বলব, সে ব্যক্তির উচিতি অন্তবিলিম্বে ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনরায় মুখস্থ করতে নয়ো। উৎসাহ নয়িতে চেষ্টা করলে হ্যামত পাবে; আর বলিম্ব করলে ও ঢলিম্বে দলিলে জড়তায় পাবে।

ইবনুল মুবারক (রহঃ) আল-যুহদ নামক গ্রন্থে (১/৪৬৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলেন: “এ অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চাঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছ্টুন আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চাঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে



কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানরে সময় ছাড় দাও।”।

কোন সন্দেহে নহে যে ব্যক্তি কুরআনকে হারয়ি ও ভুলে গয়িনে নজিরে দুর্বলতা ও অপরাধবোধ অনুভব করছে এবং কভিবে
পুনরায় মুখস্থ করা যায় সে বিষয়ে জানতে চাচ্ছে এটি তার অন্তরে গাফলতি থকে জগে উঠার আলামত। এই যার অবস্থা
তার উচ্চতি অন্তবিলিম্বে পুনরায় মুখস্থ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া; দরো না করা। এ ক্ষত্রে সে যদি তার প্রচুর ব্যস্ততা,
দায়দায়ত্ব ও পরবিরক্তি সময় দয়োর কারণে শুধু অবসর সময় ছাড়া অন্য কোন সময় পুনঃপাঠ করার সুযোগ না পায় তাত্ত্বে
কোন অসুবিধা নহে।

আরও জানতে দখেন: [161367](#) নং প্রশ্নটত্ত্ব।

আল্লাহই ভাল জাননে।